পঞ্চম অধ্যায়

মুদ্রা ব্যবস্থাপনা এবং আর্থিক বাজার উন্নয়ন

প্রত্যাশিত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন ও মূল্যস্ফীতিকে সহনীয় পর্যায়ে স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে ২০১৮-১৯ অর্থবছরেও অন্তর্ভুক্তিমূলক, বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান সহায়ক এবং পরিবেশবান্ধব মুদ্রানীতি অনুসৃত হচ্ছে। চলতি অর্থবছরের মুদ্রানীতিতে মূল্যস্ফীতির হারকে ৫.৬ শতাংশে সীমিত রাখার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। মূল্যস্ফীতির হার কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে রাখার লক্ষ্যে ২০১৮-১৯ অর্থবছরের জন্য ব্যাপক মুদ্রা ও রিজার্ভ মুদ্রার প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা যথাক্রমে ১২.০ শতাংশ ও ৭.০ শতাংশে নির্ধারণ করা হয়েছে। ফেব্রুয়ারি ২০১৯ শেষে বার্ষিকভিত্তিতে ব্যাপক মুদ্রা ও রিজার্ভ মুদ্রা সরবরাহের প্রবৃদ্ধির হার যথাক্রমে ১০.৩৭ শতাংশ ও ৭.৬৯ শতাংশ যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে ছিল যথাক্রমে ৯.৭৮ শতাংশ ও ১০.০৯ শতাংশ। ফেব্রুয়ারি ২০১৯ শেষে বার্ষিক ভিত্তিতে অভ্যন্তরীণ ঋণ ও বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি হয় যথাক্রমে ১৩.৭৪ শতাংশ ও ১২.৫৪ শতাংশ যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে ছিল যথাক্রমে ১৪.২২ শতাংশ ও ১৮.৪৯ শতাংশ। অন্যদিকে, আমানতের ভারিত গড় সুদ হার ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি এবং ঋণের ভারিত গড় সুদ হার ক্রমাগতভাবে হ্রাসের ফলে ঋণ ও আমানতের ভারিত গড় সুদ হারের ব্যবধান (spread) ফেব্রুয়ারি ২০১৮ শেষে ৪.৩৭ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে ফেব্রুয়ারি ২০১৯ শেষে ৪.০৬ শতাংশে দাঁড়ায়।ব্যাপক মুদ্রার পরিমাণ জিডিপি'র অনুপাতে ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে যা গত ২০১৭-১৮অর্থবছর শেষে ৫১.৫৭ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। এছাড়াও, আর্থিক সেবা বঞ্চিত ও তৃণমূল পর্যায়ের বিশাল জনসাধারণকে আর্থিক অন্তর্ভুক্তির (financial inclusion) আওতায় নিয়ে আসার উপর গুরুত্ব প্রদান করা হচ্ছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে উভয় পুঁজিবাজারের (ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ ও চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ) কিছুটা অস্থিরতা পরিলক্ষিত হলেও সার্বিকভাবে মূল্যসূচক ও বাজার মূলধনের পরিমাণবৃদ্ধি পেয়েছে। পুঁজিবাজারে সাধারণ বিনিয়োগকারিদের আস্থা ফিরিয়ে এনে স্থিতিশীল ও যথাযথভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে বিভিন্ন সংস্কারমূলক ব্যবস্থা অব্যাহত রয়েছে।

মুদ্রানীতি ও মুদ্রা ব্যবস্থাপনা

সরকারের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার সাথে সামঞ্জস্য রেখে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে তরান্বিত করণের লক্ষ্যে অভ্যন্তরীণ চাহিদাকে সমর্থন যোগানোর পাশাপাশি মূল্যস্তরসহ সামষ্টিক ও আর্থিক স্থিতিশীলতা অর্জনই ২০১৮-১৯ অর্থবছরের মুদ্রানীতির মূল উদ্দেশ্য। দীর্ঘমেয়াদে টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে বাংলাদেশ ব্যাংক বরাবরের মতো চলতি অর্থবছরের মুদ্রানীতিতে অন্তর্ভুক্তিমূলক, কর্মসংস্থান সহায়ক এবং পরিবেশবান্ধব প্রবৃদ্ধি অর্জনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে। বাংলাদেশ ব্যাংক এ বছরও ব্যাংকগুলোর আগাম ও আমানতের অনুপাতের নির্দেশিত মাত্রায় যৌক্তিকীকরণের পাশাপাশি সম্পদ-দায় ব্যবস্থাপনা, বৈদেশিক মুদ্রা ঝুঁকি ব্যবস্থাপনাসহ সামগ্রিক সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা রক্ষার নিয়ামকসমূহ পরিপালনে গুরুত্ব আরোপ করেছে ।সামগ্রিকভাবে, ২০১৮-১৯ অর্থবছরে অনুসৃত মুদ্রা ও ঋণনীতিসমূহ এবং চলমান ম্যাক্রো-প্রুডেন্সিয়াল নীতিসমূহের উদ্দেশ্য হলো পর্যাপ্তভাবে মানসম্পন্ন ঋণ যোগানের মাধ্যমে সরকারের প্রবৃদ্ধি এবং মূল্যস্ফীতির লক্ষ্যমাত্রাকে সমর্থন যোগানের পাশাপাশি বৈশ্বিক ও অভ্যন্তরীণ ঝুঁকির প্রেক্ষাপটে বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ আর্থিক স্থিতিশীলতা তরান্বিতকরণ।

বার্ষিক গড় মূল্যস্ফীতি ৫.৬ শতাংশের নিচে সীমিত রেখে ৭.৮ শতাংশ জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে অর্থবছর ২০১৮-১৯ এর মুদ্রানীতি কৌশল প্রণয়ন করা হয়েছে। চলতি অর্থবছরে অনুকূল আর্থিক পরিস্থিতি এবং আর্থিক নীতি অনুসরণের ফলে সরকারি ও বেসরকারি খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধির প্রত্যাশা করা হচ্ছে। পরিমিত খাদ্য মূল্যস্ফীতির ফলে বার্ষিক গড় মূল্যস্ফীতি চলতি অর্থবছরের প্রথমার্ধে নিম্নমুখী ধারা অনুসরণ করে জুন ২০১৮ এর ৫.৭৮ শতাংশ হতে ফেব্রুয়ারি ২০১৯-এ ৫.৪৯ শতাংশে দাঁড়িয়েছে, যদিও তেল এবং পণ্যমূল্য ধীর বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে খাদ্য বহির্ভূত মূল্যস্ফীতি কিছুটা উর্ধ্বমুখী রয়েছে।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে ব্যাপক মুদ্রা, রিজার্ভ মুদ্রা এবং নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ প্রক্ষেপিত হয়েছে যথাক্রমে ১২.০, ৭.০ এবং ১৬.৮ শতাংশে; অন্যদিকে, নীট বৈদেশিক সম্পদ ৩.৪ শতাংশ হ্রাস পাবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। চলতি অর্থবছরে জুলাই-ফেব্রুয়ারি সময়ে মূখ্য আর্থিক এবং ঋণ চলকসমূহ মুদ্রানীতিতে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার নিচে রয়েছে। নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদের উচ্চ প্রবৃদ্ধির ফলে ১২.০০ শতাংশ লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ফেব্রুয়ারি ২০১৯-এ ব্যাপক মুদ্রার প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে ১০.৩৭ শতাংশ। সরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি

জোরালোভাবে বেড়ে যাওয়ায় নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদের প্রবৃদ্ধি ফেব্রুয়ারি ২০১৯-এ দাঁড়িয়েছে ১৩.৪২ শতাংশ, যদিও বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি পরিমিত রয়েছে। বেসরকারি খাতে ঋণের পরিমিত প্রবৃদ্ধির কারণ হিসেবে উল্লেখ করা যায়, পূর্ববর্তী বৎসরের উচ্চ প্রবৃদ্ধির ভিত্তির প্রভাব, নীট বৈদেশিক সম্পদের নিম্ন প্রবৃদ্ধির ফলে তারল্য হ্রাস, সুদের হারের অনমনীয়তা এবং নির্বাচন পূর্ববর্তী সময়কালে বিনিয়োগকারীগণের ধীরে চলো নীতি অনুসরণ ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের চাহিদা ও যোগানভিত্তিক কারণসমূহের সম্মিলিত ফল।খাদ্য মূল্যস্ফীতি পরিমিত থাকা সত্ত্বেও মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধির আশংকা, বিনিময় হারে চাপ এবং বৈশ্বিক সুদের হার বৃদ্ধি ইত্যাদি বিভিন্ন কারণে মূল্যস্ফীতি ও উৎপাদন ঝুঁকির প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ ব্যাংক রেপো ও রিভার্স রেপো যথাক্রমে ৬.০০ এবং ৪.৭৫ শতাংশে অপরিবর্তিত রাখা হয়। বিরাজমান তারল্য পরিস্থিতি এবং পরিমিত ঋণের চাহিদা জনিত কারণে ২০১৮-১৯ অর্থবছরের জুলাই-ফেব্রুয়ারি সময়ে ঋণ এবং আমানতের ভারিত গড় সুদের হারে নিম্নগামী ধারা পরিলক্ষিত হয়েছে। সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী, ঋণ এবং আমানতের ভারিত গড় সুদের হার জুন ২০১৮ শেষের ৯.৯৫ শতাংশ এবং ৫.৫০ শতাংশ হতে ফেব্রুয়ারি ২০১৯ শেষে যথাক্রমে ৯.৪৯ এবং ৫.৩৪ শতাংশে দাঁড়ায়।

মুদ্রা ও ঋণ পরিস্থিতি

মুদ্রার সূচকসমূহের গতিধারা

২০১৮-১৯ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি শেষে বছরভিত্তিতে (year-on-year) রিজার্ভ মুদ্রা (Reserve Money) এবং সংকীর্ণ মুদ্রার (Narrow Money) প্রবৃদ্ধি পূর্ববতী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় হ্রাস পেয়েছে। তবে ব্যাপক মুদ্রার (Broad money) প্রবৃদ্ধি গত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে। আলোচ্য সময়ে সরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি ২৩.৮১ শতাংশ এবং বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি ১২.৫৪ শতাংশ হওয়ায় ব্যাপক মুদ্রার প্রবৃদ্ধি হয়েছে। উল্লেখ্য, অর্থবছর ২০১৭-১৮ শেষে জনসাধারণের হাতে থাকা কারেন্সি ও মুদ্রার স্বল্প প্রবৃদ্ধির ফলে সংকীর্ণ মুদ্রার প্রবৃদ্ধি পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় উল্লেখযোগ্য হারে কম হয়েছে। সারণি ৫.১-এ মুদ্রার সূচকসমূহের গতিধারা দেখানো হলো।

সারণি ৫.১: মুদ্রার সূচকসমূহের গতিধারা

(মেয়াদ শেষে বছরভিত্তিতে শতকরা পরিবর্তন)

সূচক	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	ফেব্রু' ১৮	ফেব্রু' ১৯
সংকীর্ণ মুদ্রা	১২.৬৫	১৪.৬০	১৩.৫৩	৩২.১০	১৩.০১	৬.১৭	১২.৮৭	১১.৪০
ব্যাপক মুদ্রা	১৬.৭১	১৬.০৯	১২.৪২	১৬.৩৫	১০.৮৮	৯.২৪	৯.৭৮	১০.৩৭
রিজার্ভ মুদ্রা	১৫.০২	১৫.৪৬	১৪.৩৩	৩০.১২	১৬.২৮	৪.০৪	১০.০৯	৭.৬৯

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক।

সংকীর্ণ মুদ্রা (এম১)

সংকীর্ণ মুদ্রা ২০১৭-১৮ অর্থবছর শেষে ৬.১৭ শতাংশ বৃদ্ধি পায়, ২০১৬-১৭ অর্থবছর শেষে এ বৃদ্ধির হার ছিল ১৩.০১ শতাংশ। ২০১৮-১৯ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি শেষে সংকীর্ণ মুদ্রা সরবরাহ বৃদ্ধি পেয়েছে ১১.৪ শতাংশ যা পূর্ববতী অর্থবছরের একই সময়ে ছিল ১২.৮৭ শতাংশ।

২০১৮-১৯ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০১৯ শেষে সংকীর্ণ মুদ্রার উপাদানের মধ্যে জনসাধারণের হাতে থাকা কারেন্সি নোট ও মুদ্রা (ব্যাংক-বহির্ভূত মুদ্রা) ১৩.৭৩ শতাংশ ও তলবি আমানত ৮.৩৫ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। পূর্ববতী অর্থবছরের একই সময়ে জনসাধারণের হাতে থাকা কারেন্সি নোট ও মুদ্রা (ব্যাংক-বহির্ভূত মুদ্রা) ১৪.০৮ শতাংশ এবং তলবি আমানত ১১.৩৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল।

ব্যাপক মুদ্রা (এম ২)

ব্যাপক মুদ্রার (এম২) স্থিতি জুন ২০১৮ শেষে ১১,০৯,৯৮১.০০ কোটি টাকায় দাঁড়ায়, যা জুন ২০১৭ শেষে ১০,১৬,০৭৬.১০ কোটি টাকা ছিল। ২০১৮-১৯ অর্থবছরের প্রথম আট মাসে (ফেব্রুয়ারি ২০১৯ শেষে) ব্যাপক মুদ্রা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের তুলনায় ১০.৩৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ১১,৬০,৫৭২.৮ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে এ বৃদ্ধির হার ছিল ৯.৭৮ শতাংশ। ব্যাপক মুদ্রার উপাদান হলো সংকীর্ণ মুদ্রা ও মেয়াদি আমানত। আলোচ্য অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০১৯ শেষে পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের তুলনায় মেয়াদি আমানত ১০.০৮ শতাংশ বৃদ্ধি পায় যা ফেব্রুয়ারি ২০১৮ শেষে ৮.৯৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। সারণি- ৫.২-এ ব্যাপক মুদ্রার (এম২) উপাদানগুলোর তুলনামূলক অবস্থা এবং লেখচিত্র ৫.১ ও ৫.২ এ যথাক্রমে ব্যাপক মুদ্রা (এম২) পরিবর্তনের কারণসূচক উপাদানগুলোর গতিধারা ও উপাদানভিত্তিক শতকরা বিভাজন উপস্থাপন করা হলো।

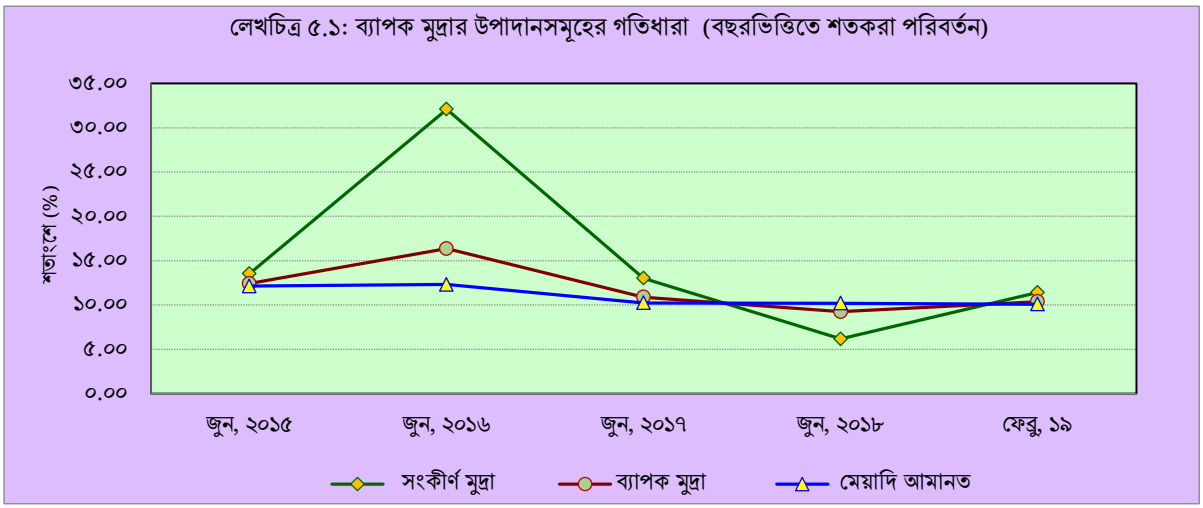

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণি ৫.২: মুদ্রা ও ঋণ পরিস্থিতি

সূচক	জুন ২০১৫	জুন ২০১৬	জুন ২০১৭	জুন ২০১৮	ফেব্রুয়ারি' ১৮	ফেব্রুয়ারি' ১৯
মেয়াদ শেষে স্থিতি (কোটি টাকা)						
১. নীট বৈদেশিক সম্পদ	১৮৯২২৮.৮	২৩৩১৩৫.৬	২৬৬৬৯৭.০	২৬৪৬৭৪.৪	২৬২৩৫৬.৯	২৬৫৪৪১.৪
২. নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ	৫৯৮৩৮৪.৯	৬৮৩২৪২.৩	৭৪৯৩৭৯.১	৮৪৫৩০৬.৬	৭৮৯১৮৯.৯	৮৯৫১৩১.৪
ক) অভ্যন্তরীণ ঋণ[১/]	৭০১৫২৬.৫	৮০১২৮০.১	৮৯০৬৭০.২	১০২১৬২৬.৬	৯৫৫৮৫২.৯	১০৮৭১৬৩.২
১) সরকারি খাত (নীট)	১১০২৫৭.৩	১১৪২১৯.৬	৯৭৩৩৩.৫	৯৪৮৯৫.১	৭৫০৬৯.৩	৯২৯৪৬.২
২) রাষ্ট্রায়ত্ত খাত	১৬৬৬৯.৮	১৬০৫১.১	১৭২৮০.২	১৯২০০	১৮৫৫৮.৮	২৩৮৬৮.৩
৩) বেসরকারি খাত	৫৭৪৫৯৯.৪	৬৭১০০৯.৪	৭৭৬০৫৬.৫	৯০৭৫৩১.৫	৮৬২২২৪.৮	৯৭০৩৪৮.৭
(খ) অন্যান্য সম্পদ (নীট)	-১০৩১৪১.৬	-১১৮০৩৭.৮	-১৪১২৯১.১	-১৭৬৩২০.০	-১৬৬৬৬৩.০	-১৯২০৩১.৮
৩. সংকীর্ণ মুদ্রা (এম১)	১৬০৮১৩.৮	২১২৪৩০.৭	২৪০০৭৮.৫	২৫৪৮৯৩.৭	২২৬৫৪৫.৮	২৫২৩৭৩.৯
ক) জনসাধারণের হাতে থাকা কারেন্সি নোট ও মুদ্রা	৮৭৯৪০.৮	১২২০৭৪.৫	১৩৭৫৩১.৮	১৪০৯১৭.৫	১২৮৩৩৮.১	১৪৫৯৬৩
খ) তলবি আমানত[২/]	৭২৮৭৩.০	৯০৩৫৬.২	১০২৫৪৬.৭	১১৩৯৭৬.৩	৯৮২০৭.৭	১০৬৪১০.৯
৪. মেয়াদি আমানত	৬২৬৭৯৯.৯	৭০৩৯৪৭.২	৭৭৫৯৯৭.৬	৮৫৫০৮৭.৩	৮২৫০০১.০	৯০৮১৯৮.৯
৫. ব্যাপক মুদ্রা (এম২){(১)+(২) অথবা (৩)+(৪)}	৭৮৭৬১৩.৭	৯১৬৩৭৭.৯	১০১৬০৭৬.১	১১০৯৯৮১.০	১০৫১৫৪৬.৮	১১৬০৫৭২.৮
শতকরা পরিবর্তন (%)						
১. নীট বৈদেশিক সম্পদ	১৮.২৩	২৩.২০	১৪.৪০	-০.৭৬	৩.৯০	১.১৮
২. নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ	১০.৭০	১৪.১৮	৯.৬৮	১২.৮০	১১.৮৮	১৩.৪২
ক) অভ্যন্তরীণ ঋণ	৯.৯৭	১৪.২২	১১.১৬	১৪.৭০	১৪.২২	১৩.৭৪
১) সরকারি খাত (নীট)	-৬.১৯	৩.৫৯	-১৪.৭৮	-২.৫১	-১৯.৭৩	২৩.৮১
২) রাষ্ট্রায়ত্ত খাত	৩০.৮৮	-৩.৭১	৭.৬৬	১১.১১	১৮.৫৬	২৮.৬১
৩) বেসরকারি খাত	১৩.১৯	১৬.৭৮	১৫.৬৬	১৬.৯৪	১৮.৪৯	১২.৫৪
(খ) অন্যান্য সম্পদ (নীট)	৫.৯৬	১৪.৪৪	১৯.৭০	২৪.৭৯	২৬.৭৫	১৫.২২
৩. সংকীর্ণ মুদ্রা (এম১)	১৩.৫৩	৩২.১০	১৩.০১	৬.১৭	১২.৮৭	১১.৪০
ক) জনসাধারণের হাতে থাকা কারেন্সি নোট ও মুদ্রা	১৪.৩৪	৩৮.৮১	১২.৬৬	২.৪৬	১৪.০৮	১৩.৭৩
খ) তলবি আমানত	১২.৫৭	২৩.৯৯	১৩.৪৯	১১.১৫	১১.৩৩	৮.৩৫
৪. মেয়াদি আমানত	১২.১৩	১২.৩১	১০.২৪	১০.১৯	৮.৯৬	১০.০৮
৫. ব্যাপক মুদ্রা (এম২) {(১)+(২) অথবা (৩)+(৪)}	১২.৪২	১৬.৩৫	১০.৮৮	৯.২৪	৯.৭৮	১০.৩৭

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক, নোট: ১/ পুঞ্জিভূত সুদ অন্তর্ভুক্ত, ২/ অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও সরকারি এজেন্সিগুলোর আমানত অন্তর্ভুক্ত।

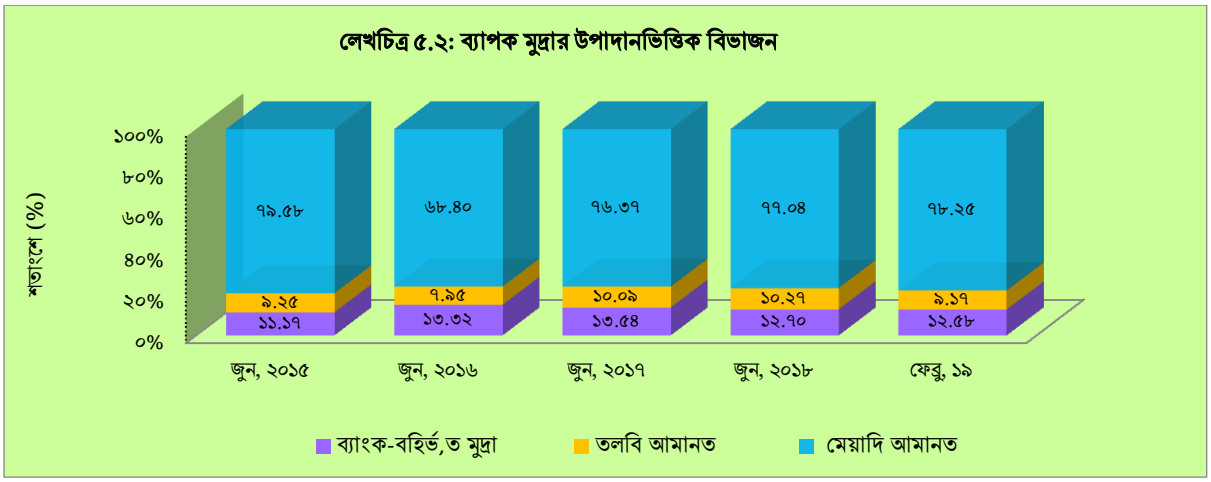

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক।

অভ্যন্তরীণ ঋণ

২০১৭-১৮ অর্থবছর শেষে অভ্যন্তরীণ ঋণ বৃদ্ধি পেয়েছিল ১৪.৭০ শতাংশ, পূর্ববর্তী অর্থবছরে এ বৃদ্ধির হার ছিল ১১.১৬ শতাংশ। ২০১৮-১৯ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি শেষে মোট অভ্যন্তরীণ ঋণ ১৩.৭৪ শতাংশ বৃদ্ধি পায়, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ে বৃদ্ধির হার ১৪.২২ শতাংশ থেকে কম। ২০১৮-১৯ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০১৯ শেষে বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি দাঁড়ায় ১২.৫৪ শতাংশ, পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ে এ প্রবৃদ্ধির হার ছিল ১৮.৪৯ শতাংশ। আলোচ্য সময়ে সরকারি খাতে নীট ঋণ বৃদ্ধি পায় ২৩.২১ শতাংশ যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ে হ্রাস পেয়েছিল ১৯.৭৩ শতাংশ । অর্থবছর ২০১৮-১৯ এর ফেব্রুয়ারি ২০১৯ শেষে সরকারি খাতের নীট ঋণের পরিমাণ মোট অভ্যন্তরীণ ঋণের প্রায় ৮.৫৫ শতাংশ। বেসরকারি খাতে ঋণের পরিমাণ মোট অভ্যন্তরীণ ঋণের প্রায় ৮৯.২৬ শতাংশ, যা জুন ২০১৮ শেষে ৮৮.৮৩ শতাংশ ছিল।

রিজার্ভ মুদ্রা

২০১৭-১৮ অর্থবছর শেষে রিজার্ভ মুদ্রার স্থিতি ২,৩৩,৭৪৩.০ কোটি টাকায় দাঁড়ায়, যা ২০১৬-১৭ অর্থবছর শেষে ২,২৪,৬৫৯.০কোটি টাকা ছিল। জুন ২০১৭ এর তুলনায় জুন ২০১৮ শেষে রিজার্ভ মুদ্রা ৪.০৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল, পূর্ববর্তী অর্থবছরে এ বৃদ্ধির হার ছিল ১৬.২৮ শতাংশ। ফেব্রুয়ারি ২০১৯ শেষে রিজার্ভ মুদ্রা ৭.৬৯ শতাংশ বৃদ্ধি পায়, পূর্ববর্তী অর্থবছরের একইসময়ে এ বৃদ্ধির হার ছিল ১০.০৯ শতাংশ। ২০১৭-১৮ অর্থবছর শেষে বাংলাদেশ ব্যাংকের নীট বৈদেশিক সম্পদ ০.৫৯ শতাংশ বৃদ্ধি পায়, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরে ১৫.১৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। ২০১৮-১৯ অর্থবছর এর ফেব্রুয়ারি শেষে বাংলাদেশ ব্যাংকের নীট বৈদেশিক সম্পদ ১.২৮ শতাংশ হ্রাস পায়; ফেব্রুয়ারি ২০১৮ শেষে এ প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৫.৫৭ শতাংশ। সারণি ৫.৩ এবং সারণি ৫.৪ এ রিজার্ভ মুদ্রার উপাদান এবং উৎস দেখানো হলো:

সারণি ৫.৩: রিজার্ভ মুদ্রার উপাদানসমূহ

রিজার্ভ মুদ্রার উপাদান	জুন ২০১৫	জুন ২০১৬	জুন ২০১৭	জুন ২০১৮	ফেব্রু, ২০১৮	ফেব্রু, ২০১৯
	মেয়াদ শেষে স্থিতি (কোটি টাকা)					
১. ইস্যুকৃত মুদ্রা/নোট	৯৮১৫৩.৯	১৩২৩০৪.৯	১৫১২৬৫.২	১৫৪৯৪০.৫	১৪১১২১.৪	১৫৮৯৩৫.৬
২. তফসিলি ব্যাংকসমূহ কর্তৃক বাংলাদেশ ব্যাংকে স্থিতি	৪৯৮৩৮.৯	৬০২৯৯	৭২৭৩২.৭	৭৮০৪৩.৪	৬৮৬৭৯.৬	৬৭১৩৪.০
৩. অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বাংলাদেশ ব্যাংকে স্থিতি	৪৮৯.২	৫৯৭.১	৬৬১.৫	৭৫৯.১	৭৪৮.৪	৬৭৩.০
৪. রিজার্ভ মুদ্রা (১+২+৩)	১৪৮৪৮২.০	১৯৩২০১.০	২২৪৬৫৯.৪	২৩৩৭৪৩.০	২১০৫৪৯.৪	২২৬৭৪২.৬
	শতকরা পরিবর্তন (%)					
১. ইস্যুকৃত মুদ্রা/নোট	১৪.৮২	৩৪.৭৯	১৪.৩৩	২.৪৩	১৪.২৬	১২.৬২
২. তফসিলি ব্যাংকসমূহ কর্তৃক বাংলাদেশ ব্যাংকে স্থিতি	১৩.২৮	২০.৯৯	২০.৬২	৭.৩০	২.৩৫	-২.২৫
৩. অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বাংলাদেশ ব্যাংকে স্থিতি	২৪.৬৭	২২.০৬	১০.৭৯	১৪.৭৫	১৬.৯৬	-১০.০৭
৪. রিজার্ভ মুদ্রা	১৪.৩৩	৩০.১২	১৬.২৮	৪.০৪	১০.০৯	৭.৬৯

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণি ৫.৪: রিজার্ভ মুদ্রার উৎস

রিজার্ভ মুদ্রার উপাদান	জুন ২০১৫	জুন ২০১৬	জুন ২০১৭	জুন ২০১৮	ফেব্রু ১৮	ফেব্রু ১৯
মেয়াদ শেষে স্থিতি (কোটি টাকা)						
১. বাংলাদেশ ব্যাংকের নীট বৈদেশিক সম্পদ	১৭৭৩৯৩.৭	২১৮৮৮৯.৪	২৫২০২৭	২৫৩৫০৯.৮	২৫৩৫৭০.৭	২৫০৩২০.৮
২. বাংলাদেশ ব্যাংকের নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ	-২৮৯১১.৭	-২৫৬৮৮.৪	-২৭৩৬৭.৬	-১৯৭৬৬.৮	-৪৩০২১.৩	-২৩৫৭৮.২
ক. বাংলাদেশ ব্যাংকের দাবী	১৩২৭৬.১	২৬৩৮০.৫	২৫১৬৬.৫	৩৫৬৬৮.৭	১৯২০২.৬	২৬৮০৭.৩
ক.১. সরকারের নিকট	৮১০.৫	১৩৩৭৩.৭	১২৯৭৭.৭	২২৫৭২.২	৭০৭৮.৪	১৩৩৭০.৮
ক.২. অন্যান্য রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের নিকট	২১৬০.৮	২০১৫.৫	২১৫৭.৮	২৩৬৭.৮	২২১১.১	২৩৫২.৬
ক.৩. তফসিলি ব্যাংকগুলোর নিকট	৫৬৫৯.২	৬০২৪.৪	৫০৫৪.৪	৫৫৮২.৫	৪৯৯২.৪	৬৩০০.৩
ক.৪.অ-ব্যাংক আমানত গ্রহণকারী সংস্থার নিকট	৪৬৪৫.৬	৪৯৬৬.৯	৪৯৭৬.৬	৫১৪৬.২	৪৯২০.৭	৪৭৮৩.৬
খ. অন্যান্য সম্পদ (নীট)	-৪২১৮৭.৮	-৫২০৬৮.৯	-৫২৫৩৪.১	-৫৫৪৩৫.৫	-৬২২২৩.৯	-৫০৩৮৫.৫
৩. রিজার্ভ মুদ্রা (১+২)	**১৪৮৪৮২.০**	**১৯৩২০১.০**	**২২৪৬৫৯.৪**	২৩৩৭৪৩.০	**২১০৫৪৯.৪**	২২৬৭৪২.৬
শতকরা পরিবর্তন (%)						
১. বাংলাদেশ ব্যাংকের নীট বৈদেশিক সম্পদ	২০.২৭	২৩.৩৯	১৫.১৪	০.৫৯	৫.৫৭	-১.২৮
২. বাংলাদেশ ব্যাংকের নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ	৬৪.০৭	-১১.১৫	৬.৫৪	-২৭.৭৭	-১২.০৯	-৪৫.১৯
ক. বাংলাদেশ ব্যাংকের দাবী	-১৪.৮৭	৯৮.৭১	-৪.৬০	৪১.৭৩	৬৯.৩৬	৩৯.৬০
ক.১. সরকারের নিকট	-৭৮.৯০	১৫৫০.০৬	-২.৯৬	৭৩.৯৩	-১৬০৫.০৮	৮৮.৯০
ক.২. অন্যান্য রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের নিকট	৭৯.৬৬	-৬.৭২	৭.০৬	৯.৭৩	১৮.১৬	৬.৪০
ক.৩. তফসিলি ব্যাংকগুলোর নিকট	-৯.৮৭	৬.৪৫	-১৬.১০	১০.৪৫	-২.০৬	২৬.২০
ক.৪.অ-ব্যাংক আমানতগ্রহণকারী সংস্থার নিকট	৮.৭৩	৬.৯২	০.২০	৩.৪১	১.৬৭	-২.৭৯
খ. অন্যান্য সম্পদ (নীট)	২৭.০১	২৩.৪২	০.৮৯	৫.৫২	৩.২৩	-১৯.০৩
৩. রিজার্ভ মুদ্রা	**১৪.৩৩**	৩০.১২	১৬.২৮	৪.০৪	১০.০৯	৭.৬৯

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক।

ফেব্রুয়ারি ২০১৯ শেষে সরকারের নিকট বাংলাদেশ ব্যাংকের দাবী ৬২৯২.৪০ কোটি টাকা বৃদ্ধি পায় যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে ৭৫৪৮.৭০ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়েছিল। এ সময়ে তফসিলি ব্যাংকসমূহের নিকট বাংলাদেশ ব্যাংকের দাবী ১৩০৭.৯০ কোটি টাকা বৃদ্ধি পায়, যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে ১০৫০.১০ কোটি টাকা হ্রাস পেয়েছিল। একই সময়ে অন্যান্য রাষ্ট্রীয় খাতের নিকট বাংলাদেশ ব্যাংকের দাবী ১৪১.৫০ কোটি টাকা বৃদ্ধি পায়, যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে ৩৩৯.৮০ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়েছিল।

মুদ্রার গুণক (Money Multiplier)

২০১৬-১৭ অর্থবছরে রিজার্ভ মুদ্রার তুলনায় ব্যাপক মুদ্রার প্রবৃদ্ধি কম হওয়ায় ব্যাপক মুদ্রা গুণক জুন ২০১৭ শেষের ৪.৫২ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে জুন ২০১৮ শেষে ৪.৭৫ এ দাঁড়ায়। ২০১৮-১৯ অর্থবছর এর ফেব্রুয়ারি মাস শেষে মুদ্রা গুণক ৪.৯৯৪ এ দাঁড়ায়। ফেব্রুয়ারি ২০১৯ শেষে রিজার্ভ-আমানত অনুপাত ০.০৮১ এবং মুদ্রা-আমানত অনুপাত ০.১৪৪ হয়।

মুদ্রার আয় গতি (Income Velocity of Money)

মুদ্রার আয় গতি বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৭-১৮ অর্থবছর শেষে ২.০৩ শতাংশে দাঁড়ায় যা ২০১৬-১৭ অর্থবছর শেষে ১.৯৪ শতাংশ ছিল। সারণি ৫.৫ এবং লেখচিত্র ৫.৩-এ জিডিপি'র শতকরা হারে ব্যাপক মুদ্রার গতিধারা দেখানো হলো:

সারণি-৫.৫: মুদ্রার আয় গতি

(বিলিয়ন টাকায়)

	চলতি বাজার মূল্যে মোট দেশজ উৎপাদন (GDP)	ব্যাপক মুদ্রা (M2) (জুন শেষে)	ব্যাপক মুদ্রার (জিডিপি'র শতকরা হার)	মুদ্রার আয় গতি (GDP/M2)
২০০৫-০৬	৪৮২৩.৪	১৮০৬.৭	৩৭.৪৬	২.৬৭
২০০৬-০৭	৫৪৯৮.০	২১১৫.০	৩৮.৪৭	২.৬০
২০০৭-০৮	৬২৮৬.৮	২৪৮৭.৯	৩৯.৫৭	২.৫৩
২০০৮-০৯	৭০৫০.৭	২৯৬৫.০	৪২.০৫	২.৩৮
২০০৯-১০	৭৯৭৫.৪	৩৬৩০.৩	৪৫.৫২	২.২০
২০১০-১১	৯১৫৮.৩	৪৪০৫.২	৪৮.১০	২.০৮
২০১১-১২	১০৫৫২.০	৫১৭১.১	৪৯.০১	২.০৪
২০১২-১৩	১১৯৮৯.২	৬০৩৫.১	৫০.৩৪	১.৯৯
২০১৩-১৪	১৩৪৩৬.৭	৭০০৬.২	৫২.১৪	১.৯২
২০১৪-১৫	১৫১৫৮.০২	৭৮৭৬.১	৫২.০৪	১.৯২
২০১৫-১৬	১৭৩২৮.৬৪	৯১৬৩.৮	৫২.৮৮	১.৮৯
২০১৬-১৭	১৯৭৫৮.১৫	১০১৬০.৮	৫১.৪৩	১.৯৪
২০১৭-১৮	২২৫০৪.৭৯	১১০৯৯.৮	৫১.৫৭	২.০৩

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক, বিবিএস এবং বাজেট, অর্থ মন্ত্রণালয়।

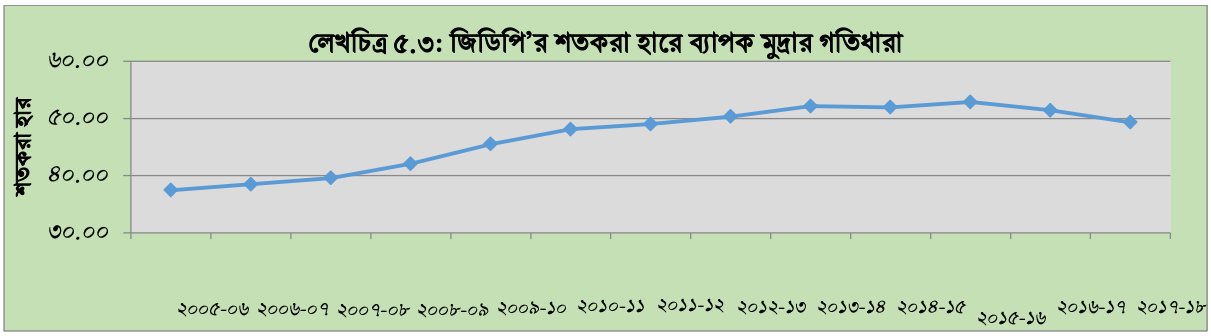

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক।

সুদের হার পরিস্থিতি

ব্যাংকগুলোর মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে সুদ হার যৌক্তিকীকরণে বাংলাদেশ ব্যাংকের সময় উপযোগী নির্দেশনা ২০১৮-১৯ অর্থবছরেও অব্যাহত রয়েছে। এসএমই খাতসহ অন্যান্য খাতে ঋণের সুদ হার যৌক্তিক পর্যায়ে নির্ধারণের লক্ষ্যে ক্রেডিট কার্ড ও ভোক্তা ঋণ ছাড়া অন্যান্য ঋণ এবং আমানতের গড়-ভারিত সুদ হারের ব্যবধান বা intermediation spread নিম্নতর এক অংক (lower single digit) অর্থাৎ অর্নুর্ধ্ব ৫ শতাংশ পর্যায়ে সীমিত রাখার জন্য ব্যাংকগুলোকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

সাম্প্রতিক সময়ে ঋণ এবং আমানতের সুদের হারে মিশ্র ধারা পরিলক্ষিত হলেও ঋণের গড়-ভারিত সুদ হার ফেব্রুয়ারি ২০১৭ শেষে ৯.৭৭ শতাংশ থেকে কিছুটা হ্রাস পেয়ে ফেব্রুয়ারি ২০১৮ শেষে ৯.৫৫ শতাংশে দাঁড়ায়। ফেব্রুয়ারি ২০১৯ শেষে তা আরো হ্রাস পেয়ে ৯.৪০ শতাংশে দাঁড়ায়। একইভাবে, আমানতের গড়ভারিত সুদ হার ফেব্রুয়ারি ২০১৭ শেষে ৫.০৮ শতাংশ ছিল যা, ফেব্রুয়ারি ২০১৮ শেষে বৃদ্ধি পেয়ে ৫.১৮ শতাংশে দাঁড়ায় এবং ফেব্রুয়ারি ২০১৯ শেষে আরও বৃদ্ধি পেয়ে ৫.৩৪ শতাংশে দাঁড়ায়। ঋণ ও আমানতের গড়-ভারিত সুদ হারের ব্যবধান (spread) ফেব্রুয়ারি ২০১৮ শেষের ৪.৩৭ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে ফেব্রুয়ারি ২০১৯শেষে ৪.০৬ শতাংশে দাঁড়ায়। ফেব্রুয়ারি ২০১৭ থেকে ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত মাসভিত্তিক ঋণের গড়ভারিত সুদ হার, আমানতের গড়ভারিত সুদ হার এবং ঋণ ও আমানতের গড়ভারিত সুদ হারের ব্যাবধান লেখচিত্র- ৫.৪-এ দেখানো হলো।

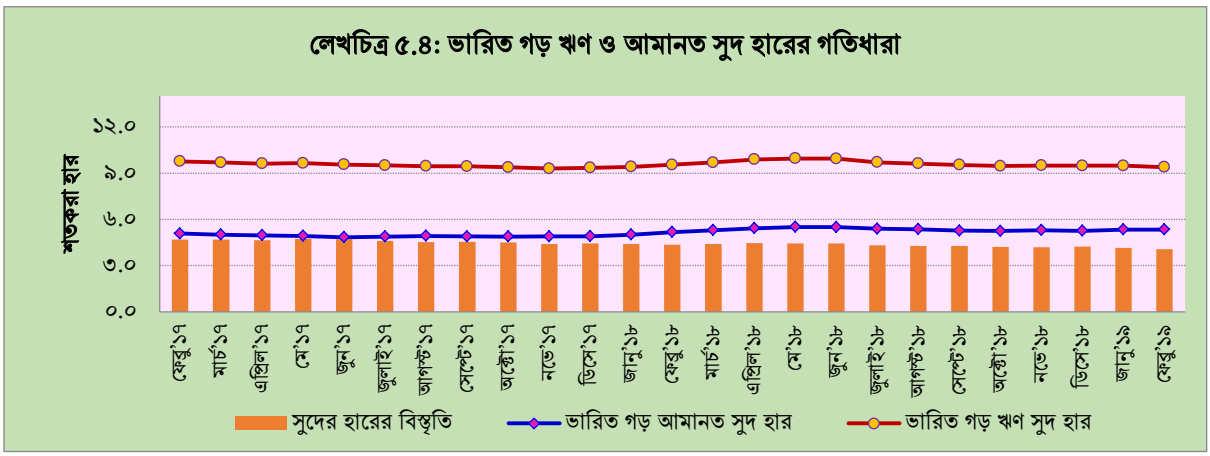

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক।

আর্থিক বাজার ব্যবস্থাপনা

বাংলাদেশের আর্থিক বাজার মূলত ব্যাংক ও ব্যাংক-বহির্ভূত অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং পুঁজি বাজার নিয়ে গঠিত, যার মধ্যে রয়েছে রাষ্ট্র মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক (SOCBs), বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক (PCBs), বিদেশি বাণিজ্যিক ব্যাংক (FCBs), সরকারি মালিকানাধীন বিশেষায়িত ব্যাংক (SBs), ব্যাংক-বহির্ভূত আর্থিক প্রতিষ্ঠান (NBFIs), ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (ICB), হাউজ বিল্ডিং ফিন্যান্স কর্পোরেশন (HBFC) এবং বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কর্পোরেশন (BSEC)।

ব্যাংকিং খাত

ফেব্রুয়ারি ২০১৯ এর তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশে মোট ৫৯টি তফসিলি ব্যাংক রয়েছে, যার মধ্যে ৬টি রাষ্ট্রীয়

মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক, ৩টি বিশেষায়িত ব্যাংক, ৪১টি স্থানীয় বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক এবং ৯টি বিদেশি বাণিজ্যিক ব্যাংক। তফসিলভুক্ত নয় এমন ৫টি ব্যাংকও কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছে; সে ব্যাংকগুলো হলো: বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিমিটেড, আনসার ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক, কর্মসংস্থান ব্যাংক, গ্রামীণ ব্যাংক এবং জুবিলী ব্যাংক। ফেব্রুয়ারি ২০১৯ শেষে ব্যাংকের ধরণ অনুযায়ী ব্যাংক কাঠামো ও সম্পদের শতকরা অংশ এবং ডিসেম্বর ২০১৮ শেষে মোট আমানতের শতকরা অংশ সারণি-৫.৬ এ সন্নিবেশিত হলো।

সারণি: ৫.৬: বাংলাদেশের ব্যাংক ব্যবস্থা কাঠামো

ব্যাংকের ধরন	ব্যাংকের সংখ্যা	শাখার সংখ্যা			মোট সম্পদের শতকরা অংশ	মোট আমানতের শতকরা অংশ *
		শহরাঞ্চলে	গ্রামাঞ্চলে	মোট		
১। রাষ্ট্র মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক	৬	১৭৬২	১৯৯০	৩৭৫২	২৫.৬১	২৫.৯৯
২। বিশেষায়িত ব্যাংক	৩	৩৫০	১১২৫	১৪৭৫	২.২২	২.৫৭
৩। বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক	৪১	৩১৮২	১৯০৫	৫০৮৭	৬৭.০৪	৬৬.৫৪
৪। বিদেশি ব্যাংক	৯	৬৮	০	৬৮	৫.১৩	৪.৯০
মোট	**৫৯**	**৫৩৬২**	**৫০২০**	১০৩৮২	১০০	১০০

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক; * ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত।

ব্যাংক-বহির্ভূত আর্থিক প্রতিষ্ঠান

আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ দেশের শিল্প, বাণিজ্য, গৃহায়ণ, পরিবহণ ও তথ্য প্রযুক্তি খাতে অর্থায়নের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে। ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত মোট ৩৪টি আর্থিক প্রতিষ্ঠান সর্বমোট ২৭১টি শাখার মাধ্যমে দেশের ৩৫টি জেলায় আর্থিক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। তন্মধ্যে ৯৪টি শাখা ঢাকায় এবং অবশিষ্ট ১৭৭টি শাখা ৩৪টি জেলায় পরিচালিত হচ্ছে। ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিশোধিত মূলধন ও রিজার্ভের পরিমাণ ছিল ১১,৫৬০.৬৩ কোটি টাকা; তন্মধ্যে পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ ৮,৪৪৩.৩৬ কোটি টাকা। এ সময়ে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের শেয়ারহোল্ডারস ইক্যুয়িটি পরিমাণ ১২০১৮.৩২ কোটি টাকা, মোট সম্পদ ৯৫৭১৬.৩২ কোটি টাকা, বিভিন্ন খাতে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মোট বিতরণকৃত ঋণ/লিজের পরিমাণ ৬৮,৮৪৪.৭৬ কোটি টাকা এবং মোট শ্রেণীকৃত ঋণের পরিমাণ ৫,৪৬৪.২৫ কোটি টাকা যা মোট ঋণ/লিজের ৭.৯৪ শতাংশ। আর্থিক প্রতিষ্ঠানের স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণ, ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ ও কর্পোরেট সুশাসন আনয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক সময়ে সময়ে বিভিন্ন পদক্ষেপ (গাইডলাইন্স প্রণয়ন, সার্কুলার ও সার্কুলার লেটার জারি ইত্যাদি) গ্রহণ করে থাকে। এর অংশ হিসেবে আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জন্য পন্য ও সেবা, বেজ রেট সিস্টেম, আর্লি ওয়ার্নিং সিস্টেম, কমার্শিয়াল পেপার, কোড অব কন্ডাক্ট ইত্যাদি বিষয়ে নীতিমালা প্রণীত হয়েছে। আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রক হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংকের আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও বাজার বিভাগ ২০১৮ সালে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। পদক্ষেপগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক ঋণ/লিজ হিসাবের বিপরীতে ফি/চার্জ/কমিশন আরোপের ক্ষেত্রে অভিন্নতা আনয়ন এবং গ্রাহক স্বার্থ সংরক্ষণের লক্ষ্যে 'Schedule of Fee/Charges/Commission for Financial Institutions' জারি এবং 'জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল' এর অংশ হিসেবে আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯৩ এর অধীনে লাইসেন্সপ্রাপ্ত আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহে শুদ্ধাচার কার্যক্রমকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে 'Integrity Award Guidelines for Financial Institutions-২০১৮' প্রণয়ন।

আর্থিক অন্তর্ভুক্তি

প্রতিযোগিতামূলক বৈশ্বিক অর্থনৈতিক বাস্তবতায় উন্নয়নশীল একটি দেশের এগিয়ে চলার জন্য আর্থিক অন্তর্ভুক্তি একটি অন্যতম হাতিয়ার। দেশের টেকসই অর্থনৈতিক কাঠামো গড়ে তোলার লক্ষ্যে আর্থিক সেবা বঞ্চিত ও তৃণমূল পর্যায়ের বিশাল জনসাধারণকে আর্থিক অন্তর্ভুক্তির আওতায় নিয়ে আসার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।নিম্নে কয়েকটি উদ্যোগ সংক্ষেপে উল্লেখ করা হলো:

- সমাজের সুবিধাবঞ্চিত এবং আর্থিক সেবা বহির্ভূত জনগোষ্ঠীকে ব্যাংকিং সেবার আওতায় নিয়ে আসার জন্য বিভিন্ন সময়ে সার্কুলার জারি করে ন্যূনতম ১০ টাকা জমাকরণের মাধ্যমে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিসহ বিভিন্ন শ্রেণি ও পেশার মানুষের জন্য ব্যাংকে হিসাব খোলার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। সর্বশেষ ২০১৫-১৬ অর্থবছরে এতে যুক্ত হয়েছে বিলুপ্ত ছিটমহলবাসীগণ। ৩০ ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত এ খাতে প্রায় ১ কোটি ৯০ লক্ষ হিসাব খোলা হয়েছে।
- পথ শিশু ও কর্মজীবী শিশুদের কষ্টার্জিত অর্থ ব্যাংকে জমা করা ও তাদের ভবিষ্যত সুরক্ষার জন্য ২০১৪

সালে চালুকৃত ১০ টাকার বিশেষ হিসাব খোলার নীতিমালা শিথিল করা হয়েছে।

- বাংলাদেশ ব্যাংকের চলমান আর্থিক অন্তর্ভুক্তি (Financial Inclusion) কার্যক্রমের আওতায় ব্যাংকিং সেবাকে ব্যয় সাশ্রয়ীভাবে জনসাধারণের বিশেষভাবে গ্রামীণ অঞ্চল কিংবা লাভজনকভাবে যেখানে প্রচলিত ব্যাংকিং সেবা নিয়ে যাওয়া সম্ভবপর নয় সেসব অঞ্চল এবং ভৌগলিকভাবে বিচ্ছিন্ন চরাঞ্চলসহ বাংলাদেশের প্রত্যন্ত এলাকার সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জন্য মৌলিক সেবা সরবরাহ সুবিধাজনক করার নিমিত্তে বাংলাদেশ ব্যাংকের উদ্যোগে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর সহায়তায় এজেন্ট ব্যাংকিং কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে।
- অনিবাসী বাংলাদেশীদের মাধ্যমে প্রেরিত বৈদেশিক রেমিট্যান্স প্রেরণকারীদের তথ্য একটি প্রগতিশীল, ইন্টারেক্টিভ ও অন-লাইন ডাটাবেজে সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক অনিবাসী বাংলাদেশীদের তথ্য সংগ্রহের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।
- শিক্ষার্থীদেরকে স্কুল ব্যাংকিং বিষয়ে অবহিতকরণে ও তাদের মধ্যে সঞ্চয়ের মানসিকতা সৃষ্টির লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের উদ্যোগে প্রতিবছর ঢাকাসহ সকল দেশের জেলায় 'স্কুল ব্যাংকিং কনফারেন্স' শিরোনামে আর্থিক শিক্ষা কর্মসূচী (Financial Literacy Campaign) পরিচালনা করা হচ্ছে।
- বাংলাদেশ ব্যাংক তার ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন প্রক্রিয়ার আওতায় ২০১৯ সালের মধ্যে দেশের আর্থিক সেবাপ্রত্যাশী জনগোষ্ঠীকে ব্যাংকিং সেবার আওতাভুক্ত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এ লক্ষ্যে বিগত বছরগুলোতে নানাবিধ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও তা চলমান থাকবে। বর্তমানে জাতীয় পর্যায়ে আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কার্যক্রম প্রসারে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের মতামতের ভিত্তিতে অর্থ মন্ত্রণালয়ের ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ ও বাংলাদেশ ব্যাংকের তত্ত্বাবধানে 'National Financial Inclusion Strategy' এর খসড়া প্রণয়নের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
- ঢাকা ও চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন শহরের বাহিরে কটেজ, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের ঋণ প্রাপ্তি সহজতর করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার ও এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের (এডিবি) অর্থায়নে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক 'Second Small and Medium-Sized Enterprise Development Project- (SMEDP-২)' শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

মুদ্রা ও ঋণ নীতির ক্ষেত্রে গৃহীত সংস্কারমূলক পদক্ষেপ

বাংলাদেশ ব্যাংক-এর সংস্কার

বাংলাদেশের আর্থিক খাতকে অধিকতর সুসংহত করে স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আর্থিক বাজারের শক্তিশালী অবকাঠামো উন্নয়ন, বাংলাদেশ ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধান ক্ষমতার উন্নয়ন এবং উৎপাদনশীল খাতে দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়ন সুবিধা প্রদানের জন্য আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা (আইডিএ)-এর সহযোগিতায় বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক 'ফাইন্যান্সিয়াল সেক্টর সাপোর্ট প্রজেক্ট-এফএসএসপি' বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এফএসএসপি' এর আওতায় নিম্নোক্ত ৩ টি প্রধান কম্পোনেন্টের অধীনে নানাবিধ উদ্যোগ বাস্তবায়ন করা হবে-

১. আর্থিক বাজারে অবকাঠামো শক্তিশালীকরণ

এ কম্পোনেন্টের লক্ষ্য হল বাংলাদেশের আর্থিক তথ্য-প্রযুক্তি খাত আরো জোরদারকরণ, বিশেষতঃ (ক) পেমেন্ট ও সেটেলমেন্ট ব্যবস্থা উন্নয়নের মাধ্যমে বাংলাদেশের ইলেকট্রনিক পরিশোধ ব্যবস্থা আন্তর্জাতিক মানে উন্নীতকরণ; বিশেষতঃ সরকারী পরিশোধ ব্যবস্থা, (খ) ঋণ তথ্য ব্যুরোর সরবরাহকৃত তথ্যের মান বৃদ্ধি এবং ক্ষুদ্র-ঋণ তথ্য অন্তর্ভুক্তকরণের মাধ্যমে ঋণ তথ্য ব্যুরোর আওতা বৃদ্ধি ও আধুনিকায়ন, (গ) বাংলাদেশ ফিনান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের কাঠামো শক্তিশালীকরণ ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাথে আন্তঃসংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে দেশের আর্থিক সিস্টেমের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং (ঘ) বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য প্রযুক্তি ব্যবস্থাপনা শক্তিশালীকরণের মাধ্যমে উন্নততর আর্থিক বাজারের জন্য স্থিতিশীল এবং নিরাপদ প্ল্যাটফর্ম নিশ্চিতকরণ। ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত এ কম্পোনেন্টের আওতায় বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে একটি মূল ডাটা সেন্টার এবং মিরপুরের বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমিতে একটি নিয়ার ডাটা সেন্টার স্থাপন সম্পন্ন হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংক রাজশাহী অফিসে একটি ডিজাস্টার রিকভারি সেন্টার স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে।

২. প্রবিধি ও তত্ত্বাবধান সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ

এ কম্পোন্যান্টের আওতায় প্রুডেন্সিয়াল রেগুলেশনগুলোকে আন্তর্জাতিক সর্বোত্তম রীতি-পদ্ধতির সাথে সামঞ্জস্য বিধানসহ ব্যাসেল-৩ কাঠামো নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের জন্য প্রস্তুতিমূলক নানাবিধ উদ্যোগ, ব্যাংকিং খাতে দক্ষতার সাথে ঝুঁকি মোকাবিলার

লক্ষ্যে ব্যাংকগুলোর নিজস্ব ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রন প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশ ব্যাংক প্রচলিত তত্ত্বাবধান পদ্ধতির পরিবর্তে ঝুঁকি ভিত্তিক তত্ত্বাবধান পদ্ধতি প্রবর্তন এবং এসংক্রান্ত কর্মকান্ড কার্যকরভাবে সম্পন্নের জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনা ও নীতিমালা প্রণয়ন করা হবে। এছাড়াও বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক পরিচালিত আর্থিক শিক্ষা কর্মসূচীতে প্রাথমিকভাবে গৃহীত উদ্যোগসমূহের মাধ্যমে প্রাপ্ত উপযোগিতা ও সুফলসমূহের বিশ্লেষণপূর্বক দেশের আপামর জনগোষ্ঠীর স্বার্থ সংরক্ষণে ভবিষ্যতে করণীয় কর্মপন্থা নির্ধারণপূর্বক প্রকল্পের আওতায় একটি বিশদ কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং সে মোতাবেক আর্থিক শিক্ষা কর্মসূচীর পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

৩.উৎপাদনশীল খাতে দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়ন সুবিধা প্রদান

এ কম্পোনেন্টের আওতায় অংশগ্রহণকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের (Participating Financial Institutions- পিএফআই) মাধ্যমে নির্ধারিত মানদন্ডের উপর ভিত্তি করে উৎপাদনশীল খাতে উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানসমূহকে বৈদেশিক মুদ্রায় দীর্ঘমেয়াদি ঋণ প্রদান করা হবে। উৎপাদনশীল প্রতিষ্ঠানগুলোর নতুন ব্যবসা স্থাপন, সম্প্রসারণ এবং/অথবা আধুনিকায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করার জন্য মূলধনী যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম ক্রয়সহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহের জন্য এ সুবিধা পাওয়া যাবে। পিএফআইসমূহ এবং ঋণগ্রহীতাদের প্রয়োজনীয় কারিগরি সহায়তাও প্রদান করা হবে। ইতোমধ্যে ৩১টি বাণিজ্যিক ব্যাংকের পিএফআই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত প্রায় ২৭৩.৮৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এর ঋণ আবেদন মঞ্জুর করা হয়েছে যার মধ্যে ২০২.৩৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিতরণ করা হয়েছে। প্রকল্পের সফল ও যথাযথ বাস্তবায়নান্তে দেশের আর্থিক বাজারের তথ্য প্রযুক্তি অবকাঠামো জোরদার, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিয়ন্ত্রন ও তত্ত্বাবধান ক্ষমতা অধিকতর উন্নয়ন এবং উৎপাদন সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান ত্বরান্বিত হবে বলে আশা করা যায়।

আইনগত সংস্কার

২৮ জানুয়ারি ২০১৮ তারিখে কার্যকর হওয়া ব্যাংক-কোম্পানী (সংশোধন) আইন, ২০১৮ এর মাধ্যমে ব্যাংক-কোম্পানী আইন, ১৯৯১ এর বিধানসমূহে আংশিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। এতদ্ব্যতীত বাংলাদেশ ব্যাংক হতে ব্যাংকের প্রধান নির্বাহী নিযুক্তির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির শিক্ষাগত যোগ্যতার মানদন্ড পূনঃনির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়াও ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ঋণ আদায় সম্পর্কিত যাবতীয় মামলা দ্রুততার সাথে নিষ্পত্তির স্বার্থে অর্থ ঋণ আদালত আইন, ২০০৩ বর্তমানে কার্যকর রয়েছে। সর্বশেষ ২০১০ সালে আইনটি সংশোধিত হয়েছে। উক্ত আইন অনুযায়ী বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির (ADR) মাধ্যমে ঋণ আদায় প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করার এবং মামলা আরো দ্রুত সমাধানের লক্ষ্যে ব্যাংকসমূহকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ/নির্দেশনা প্রদান করা হচ্ছে। বাংলাদেশ ব্যাংক এবং অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক একটি খসড়া গাইডলাইন্স (Guidelines on External Audit of Banks) প্রণয়ন করা হয়েছে যা চূড়ান্তকরণের কাজ বর্তমানে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকের সংস্কার

রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে (বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিঃ ব্যতীত) পূর্ববর্তী বছরের ন্যায় ২০১৮-১৯ অর্থবছরেও সমঝোতা স্মারক (MOU) এর আওতায় তদারকি করা হচ্ছে। সমঝোতা স্মারক এর আওতায় ব্যাংকগুলোর দায়-সম্পদ ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা অর্জন, পরিচালন ব্যয় নিয়ন্ত্রণ, ঝুঁকি-ব্যবস্থাপনা ও অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার মান উন্নয়ন এবং উচ্চ সুদবাহী আমানত কাংখিত মাত্রায় হ্রাস করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল। সম্পদের গুনগত মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে চলমান সমঝোতা স্মারকে ব্যাংকসমূহ কর্তৃক এফডিবিপি (ফরেন ডিরেক্ট বিল ফর পারচেজ) ক্রয় এবং ফোর্সড/পিএডি/ডিমান্ড লোন সৃষ্টির ক্ষেত্রে কতিপয় শর্ত আরোপ করা হয়েছে। এছাড়া, সমঝোতা স্মারকে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা/শর্ত পরিপালন/বাস্তবায়ন অগ্রগতি বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নিয়মিত তদারকি করা হচ্ছে।

মুদ্রা ও আর্থিক বাজার সংস্কার

দেশের বিদ্যমান ব্যাংকগুলোকে প্রতিযোগিতামূলক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে আন্তর্জাতিকমানে উন্নীত করার লক্ষ্যে ও দেশের সামগ্রিক ব্যাংকিং ব্যবস্থার ভিত্তি আরো মজবুত ও শক্তিশালী করার জন্য মুদ্রা ও আর্থিক বাজার সংস্কারসহ বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ২০১৮-১৯ অর্থবছরে নানাবিধ উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন অব্যাহত রাখা হয়েছেঃ

- ব্যাংকিং খাতে পরিবর্তিত অবস্থার সাথে সামঞ্জস্য রেখে ব্যাংকগুলোর ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমকে আরো শক্তিশালী ও সময়োপযোগী করার লক্ষ্যে ২০১২ সালে প্রণীত 'Risk Management Guidelines for Banks' পরিমার্জন করে ডিওএস সার্কুলার নং-০৪/২০১৮ জারি করা হয়েছে।

- ব্যাংকগুলোতে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার সুষ্ঠু অনুশীলন নিশ্চিতকরণের নিমিত্তে তাদের পরিচালনা পর্ষদ, পর্ষদের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কমিটি, ব্যবস্থাপনা পর্যায়ের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কমিটি এবং Chief Risk Officer (CRO) এর দায়িত্ব-কর্তব্য সুনির্দিষ্টকরণসহ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কাঠামো পুনর্বিন্যাসের নির্দেশনা উক্ত গাইডলাইনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
- ব্যাংকগুলোর ঝুঁকি গ্রহণ ও ব্যবসায়িক লক্ষ্য অর্জনের মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্য Risk Appetite Framework –কে সুসংহত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

পেমেন্ট সিস্টেমস্-এর অগ্রগতি

দেশে একটি জনস্বার্থমুখী আধুনিক পেমেন্ট সিস্টেমস্ প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক পেমেন্ট সিস্টেমস এর কৌশলপত্র প্রণয়ন; অটোমেটেড ক্লিয়ারিং হাউস স্থাপন ও এর সামগ্রিক কার্যক্রম স্বয়ংক্রিয়ভাবে পরিচালন; মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস এর অনুমোদন প্রদান ও যথাযথ পরিবীক্ষণ ; ন্যাশনাল পেমেন্ট সুইচ এর উন্নয়ন এবং ই-পেমেন্ট সিস্টেমস প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ; পেমেন্ট সিস্টেম সংক্রান্ত আইন ও প্রবিধিগত অবকাঠামো প্রণয়ন; ইলেক্ট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার (EFT) কার্যক্রম চালু, রেমিট্যান্স প্রবাহ ত্বরান্বিতকরণ; এবং Real Time Gross Settlement (RTGS) বাস্তবায়ন করছে।

মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস- এর আওতায় জানুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত মোট এজেন্ট সংখ্যা ছিল ৮,৯৮,৯৯৬ এবং নিবন্ধিত গ্রাহক সংখ্যা প্রায় ৬.৭৩ কোটি যার মধ্যে সক্রিয় হিসাবের সংখ্যা প্রায় ৩.৩৪ কোটি। জানুয়ারি ২০১৯ তে মোট ২১.৪৭ কোটি লেনদেন করা হয় যার আর্থিক মূল্য প্রায় ৩৪.৬৩ হাজার কোটি টাকা। অর্থাৎ গড়ে প্রতিদিন ১.১২ হাজার কোটি টাকা লেনদেন হয়ে থাকে।

উল্লেখ্য যে, ৩৭ টি বানিজ্যিক ব্যাংক বর্তমানে ইন্টারনেট ব্যাংকিং সেবার মাধ্যমে গ্রাহকদেরকে অনলাইন কেনাকাটার পরিশোধ সেবা প্রদান করছে। ইন্টারনেট ব্যাংকিং এ প্রতিদিন গড়ে ৯৩.১৮ কোটি টাকার লেনদেন হয়ে থাকে এবং ই-কমার্স এর ক্ষেত্রে প্রতিদিন গড়ে ৪.৫ কোটি টাকা অভ্যন্তরীন লেনদেন ও ১.৮৫ কোটি টাকা বৈদেশিক রেমিট্যান্স-এর বিপরীতে স্থানীয় মুদ্রায় বিতরণ হয়।

মানি লন্ডারিং এবং সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে গৃহীত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপসমূহঃ

- গত ৩১ জানুয়ারি, ২০১৯ তারিখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ বিধিমালা, ২০১৯ জারী করেছে ।
- বাংলাদেশে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ পরিপালন ব্যবস্থা মূল্যায়নে ২০১৬ সালে সম্পন্ন হওয়া মিউচ্যুয়াল ইভ্যালুয়েশনের 2nd Follow-Up Report এ এফএটিএফ এর সুপারিশ নং- ১৯ (Higher-risk countries) এর বিপরীতে প্রাপ্ত Partially Compliant (PC) রেটিং পরিবর্তন করে Largely Compliant (LC) তে উন্নীত করা হয়েছে।
- মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে বাংলাদেশে কার্যরত সকল তফসিলি ব্যাংক এর জন্য প্রতিপালনীয় নির্দেশনা সার্কুলার-১৯ এর অয়ার ট্রান্সফার সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় সংশোধনসহ একটি সার্কুলার জারি করা হয়েছে।
- বিএফআইইউ গ্রুপভুক্ত আর্থিক প্রতিষ্ঠান এর অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ এবং বিদেশে অবস্থিত শাখা ও সাবসিডিয়ারি প্রতিষ্ঠানের জন্য এবং রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থার তথ্য বিনিময় সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় নির্দেশনা জারী করেছে।
- মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে তথ্যের গোপনীয়তা সংরক্ষণে সকল তফসিলি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান সমূহের জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনা জারী করা হয়েছে।
- বিএফআইইউ রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থার জন্য সন্দেহজনক লেনদেন রিপোর্টিং প্রকৃত সুবিধাভোগী, পলিটিক্যালি এক্সপোসড্ পার্সন, সন্ত্রাসী কাজে অর্থায়ন ও ব্যাপক ধ্বংসাত্মক অস্ত্রের বিস্তারে অর্থায়ন প্রতিরোধ সংক্রান্ত গাইডেন্স নোটস প্রণয়ন করেছে।
- মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ক তথ্য আদান প্রদানের প্রয়োজনে বিএফআইইউ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত সর্বমোট ৬৮ টি দেশের এফআইইউ-এর সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছে। যার মধ্যে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ১২ টি দেশের এফআইইউ-এর সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। দেশগুলো হচ্ছে- নিউজিল্যান্ড, তানজানিয়া, নামিবিয়া, কিউবা, মালদ্বীপ, তিমুর লেসেথে, লাওস, পালাও, বার্মুডা, মন্টিনিগ্রো, কুক আইল্যান্ড ও আইল অব ম্যান।

- বিএফআইইউ ব্যাংকসহ অন্যান্য রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থার কর্মকর্তাদের জন্য মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কাজে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচি অব্যাহত রেখেছে। বিএফআইইউ এর নির্দেশনা অনুযায়ী ব্যাংকসমূহ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত বাংলাদেশের ১৫টি জেলাতে লীড ব্যাংক পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণ কর্মসূচী আয়োজন করেছে এবং প্রায় ৮৬০ জন ব্যাংক কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। বিএফআইইউ এক্ষেত্রে সহযোগিতা প্রদান অব্যাহত রেখেছে।

- মানিলন্ডারিং এবং সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টা জোরদারের লক্ষ্যে বিএফআইইউ বিভিন্ন দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক সংস্থা; যেমন- এপিজি, এগমন্ট গ্রুপ, এফএটিএফ ও বিমসটেক এর মতো সংস্থাগুলোর সাথে নিবিড় যোগাযোগ বজায় রেখেছে। বাংলাদেশ সরকার ও বিএফআইইউ-এর কর্মকর্তাগণ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সম্মেলন/সভা/কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেছে। পাশাপাশি বাংলাদেশের মানিলন্ডারিং এবং সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে কেন্দ্রীয় সংস্থা হিসেবে বিএফআইইউ বাংলাদেশের বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত সম্মেলন/সভা/কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেছে।

বক্স ৫.১

ব্যাসেল-৩বাস্তবায়ন

বাংলাদেশের ব্যাংক খাতের ভিত্তি সুসংহতকরণ ও ঝুঁকি সহনশীলতা বাড়ানোর লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক নীতিমালার সাথে সামঞ্জস্য রেখে বাংলাদেশে ব্যাসেল-৩ নীতিমালা প্রণীত হয়েছে। উক্ত নীতিমালাসমূহ পর্যায়ক্রমিকভাবে বাস্তবায়নে বিশদ কার্য পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে যা বাস্তবায়নের সময়সীমা ১ জানুয়ারি ২০১৫ থেকে শুরু হয়ে এবং ৩১ ডিসেম্বর ২০১৯ এ শেষ হবে। এতদ্ প্রেক্ষিতে, বাংলাদেশ ব্যাংক ডিসেম্বর, ২০১৪ সালে ব্যাসেল কাঠামো বাস্তবায়নে রোডম্যাপ সহ মূলধন পর্যাপ্ততার সংশোধিত গাইডলাইন্স জারি করে। ব্যাসেল-৩ এর মূল লক্ষ্য ব্যাংক খাতকে অধিকতর স্থিতিশীলতা প্রদানের পাশাপাশি এর ঝুঁকি সহনশীলতা বাড়ানো এবং ব্যাংকসমূহকে একক ও সামগ্রিকভাবে ভবিষ্যত ব্যাংকিং খাতে উদ্ভূত আর্থিক বা অর্থনৈতিক সংকট মোকাবেলায় প্রস্তুত করা। বাংলাদেশে অবস্থিত তফসিলী ব্যাংকসমূহ প্রয়োজনীয় কৌশল নির্ধারণপূর্বক তাদের ঝুঁকির প্রকৃতি ও পরিমান বিবেচনা করে ন্যূনতম ও পর্যাপ্ত মূলধন সংরক্ষণ করে।

ব্যাসেল-৩ নীতিমালায় মূলধনের গুণগতমান বাড়ানোর পাশাপাশি ব্যাংকসমূহের জন্য আবশ্যিকভাবে সংরক্ষিতব্য মূলধনের পরিমানও বাড়ানো হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের জারিকৃত ব্যাসেল-৩ সংক্রান্ত নীতিমালা অনুসারে শতকরা ঝুঁকিভিত্তিক সম্পদের তুলনায় মূলধন হার ১০ শতাংশ এবং এর মধ্যে শতকরা ৬ ভাগ Tier-1 মূলধন হিসেবে সংরক্ষণ করতে হবে। এর বাইরে অতিরিক্ত হিসেবে সর্বোচ্চ শতকরা ২.৫ ভাগ আপৎকালীন সুরক্ষা তহবিল (Capital Conservation Buffer) রাখতে হবে। এই বাফার সংরক্ষণ ২০১৬ সাল হতে ০.৬২৫ শতাংশ হারে শুরু হয়েছে এবং ২০১৯ সাল নাগাদ তা ২.৫ শতাংশ হবে। ব্যাসেল-৩ এর আওতায় এই ঝুঁকিরোধক মূলধন তহবিল (capital buffer) ব্যাংক খাত তথা সামগ্রিকভাবে অর্থনৈতিক খাতের সুরক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখার পাশাপাশি ব্যাংকিং খাতের অতিরিক্ত ঋণ প্রবৃদ্ধির সময়কালীন উদ্ভূত ঝুঁকি মোকাবেলায় ভূমিকা পালন করবে।

তফসিলী ব্যাংকসমূহ ৩১ মার্চ, ২০১৫ তারিখ হতে ব্যাসেল-৩ এর আলোকে মূলধন পর্যাপ্ততার প্রতিবেদন/বিবরণী প্রস্তুত করছে। সে অনুযায়ী ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ তারিখে সমগ্র ব্যাংকিং খাতে ঝুঁকিভিত্তিক সম্পদের তুলনায় গড় মূলধন পর্যাপ্ততার হার (*CRAR*) ১০.৮৯ শতাংশ এবং CET1 অনুপাত ৭.৫০ শতাংশ। যা সামগ্রিকভাবে প্রয়োজনীয় ব্যাসেল-৩ নীতিমালার ন্যূনতম মূলধন পর্যাপ্ততা অনুপাত যথাক্রমে CRAR ১০ শতাংশ এবং CET1 ৪.৫ শতাংশ এর চেয়ে বেশি। উক্ত সময়ে ৫৭ টি ব্যাংকের মধ্যে ৭ টি ব্যাংক ব্যাসেল-৩ নীতিমালার আওতায় প্রয়োজনীয় মূলধন সংরক্ষনের হার CET1 এবং *CRAR* পরিপালন করতে সক্ষম হয়নি।

বাংলাদেশ ব্যাংক, ব্যাসেল-৩ এর পিলার ২ বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে ব্যাংকগুলির Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) বাস্তবায়নে কাজ করছে। এতদ্উদ্দেশ্যে ব্যাংকগুলো তাদের সকল বস্তুগত ঝুঁকি বিবেচনায় নিয়ে পর্যাপ্ত মূলধন সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে নিজস্ব পদ্ধতি/কৌশল তৈরি করেছে ও তা বাস্তবায়ন করছে। বাংলাদেশ ব্যাংক, ব্যাংকগুলোর ICAAP পর্যালোচনা ও মূল্যায়নের পাশাপাশি ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগসমূহের পরিদর্শন প্রতিবেদনও বিবেচনা করে। উল্লেখ্য, ডিসেম্বর ২০১৭ ভিত্তিক পরিদর্শন প্রতিবেদন ও ব্যাংকসমূহের ICAAP প্রতিবেদন এর উপর ভিত্তি করে ব্যাংকসমূহের সাথে দ্বিপাক্ষিক সভা ২১ জানুয়ারি, ২০১৯ তারিখে শুরু হয়েছে এবং তা ৩০ এপ্রিল, ২০১৯ নাগাদ শেষ হবে।

পুঁজিবাজার

পুঁজিবাজার উন্নয়ন ও সংস্কার কার্যক্রম

দক্ষ, স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ পুঁজিবাজার দেশের শিল্পায়ন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এরূপ নিরপেক্ষ জবাবদিহিতামূলক একটি পুঁজিবাজার উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি) প্রতিষ্ঠিত হয়। যার মূল উদ্দেশ্যসমূহ:

- সিকিউরিটিজে বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ সংরক্ষণ;
- সিকিউরিটিজ মার্কেটের উন্নয়ন এবং
- এ সংক্রান্ত বিষয়াবলীর আনুষঙ্গিক বিধি প্রণয়ন।

কমিশনের উল্লেখযোগ্য কার্যাবলী নিম্নরূপ:

- সিকিউরিটিজ ইস্যুর অনুমোদন
- বিধি প্রণয়ন
- সিকিউরিটিজ লেন-দেন বাজার সার্ভেইল্যান্স করা
- তালিকাভুক্ত কোম্পানির কর্পোরেট গর্ভনেন্স পরিপালন নিশ্চিত করা
- দেশব্যাপী বিনিয়োগ শিক্ষা কার্যক্রম চলমান রাখা
- সিকিউরিটিজ আইন ও বিধি অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রম গ্রহণ
- পুঁজিবাজার ও বাজার মধ্যস্থতাকারীদের নিয়ন্ত্রণ
- গবেষণা পরিচালনা ও তথ্য প্রকাশ।

কমিশন কর্তৃক নিম্নোক্ত আইন ও বিধিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে:

- স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত কোম্পানিগুলোতে অধিকতর প্রাতিষ্ঠানিক সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্তে কর্পোরেট গভার্নেন্স কোড, ২০১৮ প্রণয়ন
- বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শেয়ার অর্জন, অধিগ্রহণ ও কর্তৃত্ব গ্রহণ) বিধিমালা, ২০১৮ প্রণয়ন এবং
- বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (কোয়ালিফাইড ইনভেষ্টর অফার বাই স্মল ক্যাপিটাল কোম্পানি) রুলস, ২০১৮ প্রণয়ন ।

সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি) কর্তৃক সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য সংস্কার

স্থিতিশীল পুঁজিবাজারের স্বার্থে বিনিয়োগকারীদের মধ্যে আস্থা বৃদ্ধির লক্ষ্যে শেয়ারের সরবরাহ বৃদ্ধি, প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীর সংখ্যা বৃদ্ধিসহ পুঁজি বাজার সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের কার্যক্রমের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। সাম্প্রতিক সময়ে পুঁজিবাজারের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার পাশাপাশি পুঁজি বাজারের দীর্ঘ মেয়াদে স্থিতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন ২০১৮-১৯ অর্থবছরে যে সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে, তার উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নিম্নরূপঃ

- ১২ সেপ্টেম্বর ২০১৮ বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের সপ্তাহব্যাপী রজতজয়ন্তী অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। পুঁজিবাজারের গুরুত্ব তুলে ধরা ও সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে উক্ত রজতজয়ন্তী অনুষ্ঠানমালার মধ্যে কমিশন কর্তৃক সকল তালিকাভুক্ত কোম্পানির প্রতিনিধিদের নিয়ে কর্পোরেট গভর্নেন্সসহ বিভিন্ন বিষয়ে অনুষ্ঠান এবং উভয় ষ্টক এক্সচেঞ্জ ও সিডিবিএল এর উদ্যোগে পুঁজিবাজার বিষয়ে সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান ও সেমিনারের আয়োজন করা হয়
- বিশ্বের সকল সাধারণ বিনিয়োগকারীগণের জন্য সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে IOSCO গতবারের মত এবারও ১-৭ অক্টোবর ২০১৮ 'বিশ্ববিনিয়োগকারী সপ্তাহ ২০১৮' ঘোষণা করে। কমিশন বিনিয়োগকারীদের সুরক্ষা ও শিক্ষা বিষয়ে আয়োজিত অনুষ্ঠান, র‍্যালি, সেমিনার, ওয়ার্কশপ, সিম্পোজিয়াম, ক্রোড়পত্র, স্মরণিকা প্রকাশ, টিভিতে টকশো প্রচারসহ নানা কর্মসূচি গ্রহণ করে
- মেয়াদি মিউচ্যুয়াল ফান্ডের (Close-end Mutual Fund) মেয়াদ পুন:নির্ধারণ সংক্রান্ত আদেশ প্রদান, যার ফলে উহার মেয়াদ সর্বোচ্চ ২০(বিশ) বছর এ বর্ধিত করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে
- শতভাগ বিদেশি মালিকানাধীন কোম্পানিকে একশত কোটি টাকা বা এর কম মূলধন উত্তোলনের ক্ষেত্রে কমিশনের অনুমতি গ্রহণের বাধ্যবাধকতা হতে অব্যাহতি প্রদানের আদেশ
- মিউচ্যুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগের বিপরীতে মার্চেন্ট ব্যাংকার কর্তৃক প্রভিশন সংরক্ষণ প্রসংঙ্গে নির্দেশনা প্রদান, এর ফলে মার্চেন্ট ব্যাংক কর্তৃক মিউচ্যুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ফান্ডের ইউনিট এভারেজ কস্ট প্রাইস 'ক্লোজ-এন্ড ফান্ডে' ফেয়ার ভ্যালুর এবং 'ওপেন-এন্ড ফান্ডে' রিপারচেজ প্রাইস/সারেন্ডার ভ্যালুর সমান বা কম হলে প্রভিশন না রাখা এবং বেশী হলে প্রভিশন রাখার পদ্ধতি প্রবর্তন

- কমিশন ০৮টি কোম্পানিকে আইপিও এর মাধ্যমে ৪০৯ কোটি টাকা, ২০টি কোম্পানিকে বন্ড ও ডিবেঞ্চার এর মাধ্যমে ১২,১৫০ কোটি টাকা, ৭৯টি প্রাইভেট লিঃ কোম্পানিকে ৪,৯০৭ কোটি টাকা এবং ৪৮টি পাবলিক লিঃ কোম্পানিকে ৭,৩০৪ কোটি টাকা মূলধন উত্তোলনের জন্য অনুমোদন দিয়েছে
- কমিশন ০৯টি বে-মেয়াদি মিউচ্যুয়াল ফান্ডে ৩২৫ কোটি টাকা এবং একটি অলটারনেটিভ ফান্ডে ৫০ কোটি টাকা উত্তোলনের অনুমোদন দিয়েছে
- কমিশন কর্তৃক ১৬৮টি ইস্যুয়ার কোম্পানি/মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে সিকিউরিটিজ আইন ভঙ্গের কারণে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে। তার মধ্যে ৩৫টি কে আর্থিক জরিমানা এবং ১৪৩টি কে সতর্কীকরণ করা হয়
- কমিশন ডিএসই এর ০১ টি স্টক ডিলার, ০২টি স্টক ব্রোকার, ১৫৬টি অনুমোদিত প্রতিনিধি এবং সিএসই এর ০৪টি স্টক ডিলার , ৫৩টি অনুমোদিত প্রতিনিধির নিবন্ধন সনদ প্রদান করে। এছাড়া, ০১টি মার্চেন্ট ব্যাংক, ০১টি সম্পদ ব্যবস্থাপক, ০৫টি ডিপি, ১৪টি ট্রাষ্টি, ০৩টি ফান্ড ম্যানেজার এর নিবন্ধন সনদ প্রদান করে
- পুঁজিবাজারে ক্ষতিগ্রস্থ ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের সরকারী সহায়তা তহবিল এর মেয়াদ ২০১৯ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত বাড়ানো হয়। ইতোমধ্যে তহবিলের ১০০% বিতরণ করা হয়েছে এবং
- ক্ষতিগ্রস্থ ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের সাহায্যার্থে প্রাথমিক গণ প্রস্তাব (IPO) বরাদ্দের কোটার মেয়াদ ৩০ জুন ২০১৯ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়।

বাজার পরিস্থিতি

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই)

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড এর তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজের সংখ্যা ২০১৮ সালের জুন মাসের ৫৭২টি থেকে বেড়ে ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত ৫৮০ টিতে দাঁড়ায়। ফেব্রুয়ারি ২০১৯ এ সকল সিকিউরিটিজের ইস্যুকৃত মূলধনের পরিমাণ দাঁড়ায় ১,২৪,৬৩৪.৫৩ কোটি টাকা, যা ৩০ জুন ২০১৮ এর তুলনায় ২.১৯ শতাংশ বেশি। ৩০ জুন ২০১৮ পর্যন্ত ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড এর সকল সিকিউরিটিজের বাজার মূলধনের পরিমাণ ছিল ৩,৮৪,৭৩৪.৭৭ কোটি টাকা, যা ৭.৮৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ফেব্রুয়ারি ২০১৯ এ ট্রেডিং শেষে দাঁড়ায় ৪,১৫,০৭৩.৭৭ কোটি টাকা। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেডের ব্রডইনডেক্স (ডিএসইএক্স) ২০১৮ সালের জুনে ছিল ৫,৪০৫.৪৬ পয়েন্ট যা ফেব্রুয়ারি ২০১৯ এ ৫.৬৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৫,৭১১.৪৩ পয়েন্ট।

সারণি ৫.৭: ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে সিকিউরিটিজ লেনদেনের বিবরণী

বছর/ মাস শেষে	তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজের সংখ্যা (মিউচ্যুয়াল ফান্ড এবং ডিবেঞ্চার সহ)	আইপিও	ইস্যুকৃত মূলধন (কোটি টাকায়)	বাজার মূলধন (কোটি টাকায়)	সিকিউরিটিজ লেনদেনের পরিমাণ (কোটি টাকায়)	ডিএসই সাধারণ মূল্যসূচক*	ডিএসই ব্রড ইনডেক্স (ডিএসইএক্স)**
২০০৫-০৬	৩০৩	১৮	৮,৫৭২.২৬	২১,৫৪২.১৯	৪,৬০০.৮২	১৩৩৯.৫৩	-
২০০৬-০৭	৩২৫	১০	১৬,৪২৭.৯৩	৪৭,৫৮৫.৫৪	১৬,৪৬৭.১৬	২১৪৯.৩২	-
২০০৭-০৮	৩৭৮	১৩	২৮,৪৩৭.৯৭	৯৩,১০২.৫২	৫৪,৩২৮.৬০	৩০০০.৫০	-
২০০৮-০৯	৪৪৩	১৭	৪৫,৭৯৪.৪০	১২৪,১৩৩.৯০	৮৯,৩৭৮.৯২	৩০১০.২৬	-
২০০৯-১০	৪৫০	২৩	৬০,৭২৬.২৯	২৭০,০৭৪.৪৬	২৫৬,৩৪৯.৮৬	৬১৫৩.৬৮	-
২০১০-১১	৪৯০	১৯	৮০,৬৮৩.৯১	২৮৫,৩৮৯.২২	৩২৫,৯১৫.২৬	৬১১৭.২৩	-
২০১১-১২	৫১১	১৫	৯৩,৩৬২.৯৬	২৪৯,১৬১.২৯	১১৭,১৪৫.১৪	৪৫৭২.৮৮	-
২০১২-১৩	৫২৫	১৫	৯৮,৩৫৮.৯৭	২৫৩,০২৪.৬০	৮৫,৭০৮.৯৭	-	৪১০৪.৬৫
২০১৩-১৪	৫৩৬	১৩	১০৩,২০৭.৬৪	২৯৪,৩২০.২৩	১১২,৫৩৯.৮৪	-	৪৪৮০.৫২
২০১৪-১৫	৫৫৫	১৬	১০৯,১৯৫.৩৫	৩২৪,৭৩০.৬৩	১১২,৩৫১.৯৫	-	৪৫৮৩.১১
২০১৫-১৬	৫৫৯	১১	১১২৭৪১.০০	৩১৮৫৭৪.৯৩	১০৭২৪৬.০৭	-	৪৫০৭.৫৮
২০১৬-১৭	৫৬৩	৯	১১৬৫৫১.০৮	৩৮০১০০.১০	১৮০৫২২.২১		৫৬৫৬.০৫
২০১৭-১৮	৫৭২	১১	১২১৯৬৬.৫১	৩৮৪৭৩৪.৭৮	১৫৯০৮৫.১৯	-	৫৪০৫.৪৬
২০১৮-১৯*	৫৮০	১০	১২৪৬৩৪.৫৪	৪১৫০৭৩.৭৬	১১৪২২৬.০৫		৫৭১১.৮৩

উৎস: ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড।

নোট: * ফেব্রুয়ারি ২০১৯

** আগস্ট ০১, ২০১৩, ডিএসই এর ওয়েবসাইট থেকে ডিএসই সাধারণ মূল্যসূচক প্রদর্শন বন্ধ করা হয়।

*** এস অ্যান্ড পি প্রদত্ত পদ্ধতি 'ডিএসই বাংলাদেশ ইন্ডেক্স মেথডলজি' অনুযায়ী জানুয়ারি ২৮, ২০১৩ তারিখে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড নতুন বেঞ্চমার্ক ইনডেক্স ডিএসই ব্রড ইনডেক্স (ডিএসইএক্স) চালু করে

লেখচিত্র ৫.৫: ডিএসই'র বাজার মূলধন ও ডিএসই ব্রড ইনডেক্স (ডিএসইএক্স) এর গতিধারা

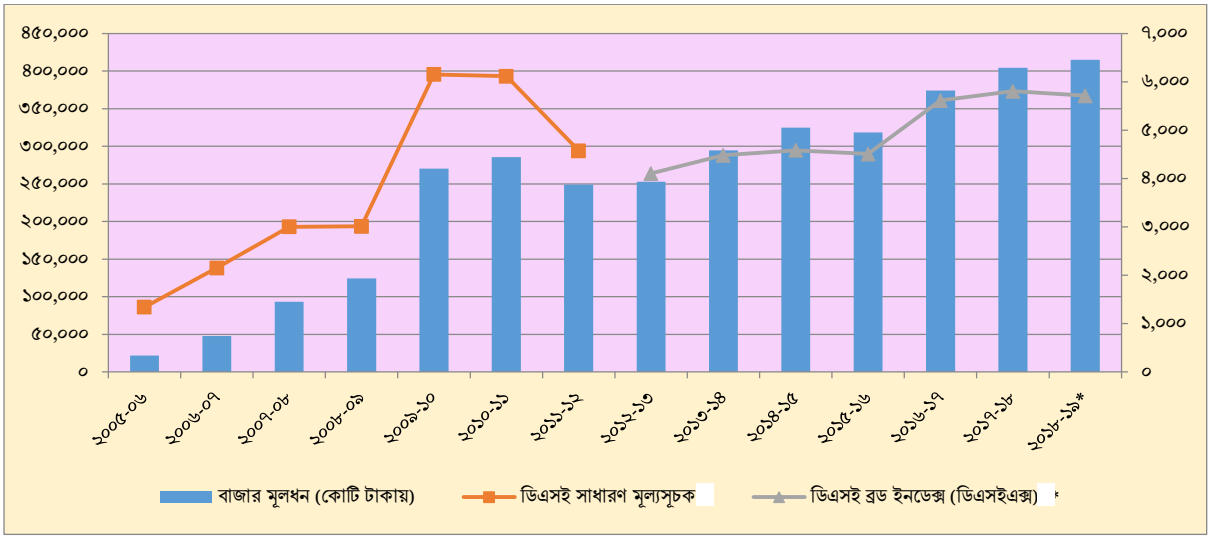

উৎস: ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড। * ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত।

চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ (সিএসই)

চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেডের তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজের সংখ্যা ২০১৮ সালের জুন মাসের ৩১২টি থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত ৩২৩টিতে দাঁড়িয়েছে। ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত সকল সিকিউরিটিজের ইস্যুকৃত মূলধনের পরিমাণ দাঁড়ায় ৬৮,২১৪.১৩ কোটি টাকা, যা ৩০ জুন ২০১৮ এর ৬৫,৪০৫.৯১ কোটি টাকার তুলনায় ৪.২৯ শতাংশ বেশি। ৩০ জুন ২০১৮ পর্যন্ত চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড এর সকল সিকিউরিটিজের বাজার মূলধনের পরিমাণ ছিল ৩,১২,৩৫২.১৭ কোটি টাকা, যা ৯.৮৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত ট্রেডিং শেষে দাঁড়ায় ৩,৪৩,২০০.৯৯ কোটি টাকা। চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড এর সার্বিক মূল্য সূচক ২০১৮ সালের জুনে ছিল ১৬,৫৫৮.৫০ পয়েন্ট, যা ফেব্রুয়ারি ২০১৯ এ ৫.৫৩ শতাংশ বেড়ে হয়েছে ১৭,৪৭৩.৪৮ পয়েন্ট।

সারণি ৫.৮:চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ এ সিকিউরিটিজ লেনদেনের বিবরণী

বছর/ মাস শেষে	তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজের সংখ্যা (মিউচ্যুয়াল ফান্ড এবং ডিবেঞ্চার সহ)	আইপিও	ইস্যুকৃত মূলধন (কোটি টাকায়)	বাজার মূলধন (কোটি টাকায়)	সিকিউরিটিজ লেনদেনের পরিমাণ (কোটি টাকায়)	সিএসই সার্বিক মূল্যসূচক
২০০৫-০৬	২১৩	১৯	৬৩৭৫.০২	১৯৫৫৫.১৭	১১৪৩.৯১	২৮৭৯.১৯
২০০৬-০৭	২১৯	১০	৮২২৫.১৭	৩৯৯২৬.৮২	৩৪৩৭.৭৪	৫১৯৪.৭৬
২০০৭-০৮	২৩১	১৪	১০৩১৪.০৮	৭৭৭৭৪.২৮	৮০১৬.২১	৯০৫০.৫৬
২০০৮-০৯	২৪৬	১৮	১৪২৪৬.৫৫	৯৭৪৯৪.৮২	১২৫১৮.২৫	১০৪৭৭.৬৭
২০০৯-১০	২৩২	২৩	২০৬৭৭.৩৯	২২৪১৭৬.৭৮	২১৭১১.২৩	১৮১১৬.০৫
২০১০-১১	২২০	১৯	৩০১৫৫.৩৩	২২৫৯৭৭.৭৮	৩২১৬৮.২৩	১৭০৫৯.৫৩
২০১১-১২	২৫১	১৫	৩৭৫২৭.৪৯	১৮৭৮১৭.১৪	১৩৪৮৫.৪৯	১৩৭৩৬.৪২
২০১২-১৩	২৬৬	১৫	৪২৩৩৮.০৯	১৯১৯০৭.০৩	১০১৯৮.৫২	১২৭৩৮.২৩
২০১৩-১৪	২৭৬	১৩	৪৭০৮৩.৯৭	২২৯৭৭২.৮২	১০২১৮.২৭	১৩৭৬৬.২৩
২০১৪-১৫	২৯২	২০	৫০১৩০.৬৩	২৫৭১৪৬.৪০	৯৬৪৮.০০	১৪০৯৭.১৭
২০১৫-১৬	২৯৮	১১	৫৬৬০৭.৬০	২৪৯৬৮৪.৮৯	৭৭৪৭.১৬	১৩৬২৩.০৭
২০১৬-১৭	৩০৩	৯	৬০৬৫৭.২০	৩১১৩২৪.২৯	১১৮০৭.৫৩	১৫৫৮০.৩৭
২০১৭-১৮	৩১২	১২	৬৫৪০৫.৯১	৩১২৩৫২.১৭	১০৯৮৫.০৬	১৬৫৫৮.৫
২০১৮-১৯*	৩২৩	১০	৬৮২১৪.১৩	৩৪৩২০০.৯৯	৬৩২২.৭০	১৭৪৭৩.৪৮

উৎস: চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড * ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত।

লেখচিত্র ৫.৬: সিএসই'র বাজার মূলধন ও সাধারণ মূল্যসূচক এর গতিধারা

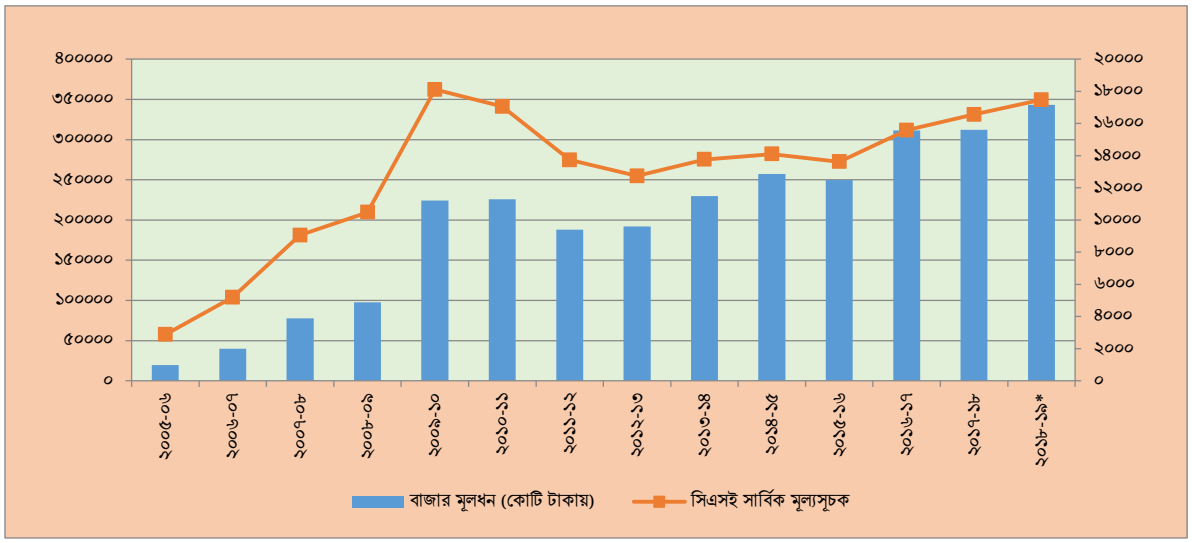

উৎস: চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড * ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত।